খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 17 ❑ 11 July, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বিজেপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ তৃণমূলের, আক্রান্ত সংবাদ মাধ্যম

প্রতিনিধি ঃ বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচনে গোলমাল অশান্তির জেরে উত্তপ্ত হল বাগদার বিভিন্ন এলাকা। বুধবার দুপুরে সব থেকে বড় ঘটনাটি ঘটে বাগদার গাদপুকুরিয়া এলাকায়। অভিযোগ, ওই এলাকায় বিজেপি প্রার্থী বিনয় বিশ্বাস পৌঁছালে তাকে মারধর করা হয়। গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের গাড়ির উপরেও হামলা চালিয়ে গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

এদিন দুপুরে বিনয় বাবুর কাছে খবর আসে গাদপুকুরিয়া এলাকার দু'তিনটি বুথে তৃণমূল ছাপ্পা ভোট দিচ্ছে। এই খবর পেয়ে তিনি সংবাদ মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ওখানেই তার উপর তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা চড়াও হয় বলে অভিযোগ। বিনয় বাবু বলেন, গাদপুকুরিয়া এলাকার বুথে গিয়ে দেখি ওখানে বিজেপির কোন এজেন্ট নেই। আমি সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলে রাস্তায় আসি। আচমকাই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আমার উপর চড়াও হয়। কিল ঘুসি চড় মারে। কোন রকমে গাড়িতে উঠে পড়ি। দুষ্কৃতীরা গাড়ির মধ্যে থেকে আমার গলায় থাকা উত্তরীয় টান দেয়। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ওই এলাকায় কোন ছাপ্পা ভোট হয়নি। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট হচ্ছিল। বিজেপি প্রার্থী ওখানে গিয়ে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছিল। গ্রামের মানুষই তা প্রতিবাদ প্রতিরোধ করেছে। এ বিষয়ে এদিন সন্ধ্যায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে বাগদা থানায় বিনয় বাবুর বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ, বহিরাগত লোকজনদের নিয়ে বিনয় বাবু ওখানে ছাপ্পা ভোট দিতে গিয়েছিল। তৃণমূলের কর্মীদেরও তারা মারধর করে।

এদিন সকালে বাগদার দেহালদহ এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। এক নির্দল প্রার্থীর এজেন্টকে তৃণমূলের লোকজন মারধর করে বলে অভিযোগ। ওই এলাকায় যান বিজেপির প্রার্থী বিনয়। তাকে ঘেরাও করে ধাক্কাধাক্কি এবং গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বিনয় বাবু ওখান থেকে বেরিয়ে আসেন।

বাগদার সাগরপুরে বিজেপি প্রার্থীর এজেন্টকে বুথ থেকে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তার
বাড়ির সামনে বাজি ফাটিয়ে পরিবারের লোকজনকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

এদিন দুপুরে বিনয় বাবু কোনিয়াড়া দুই পঞ্চায়েতের ২০৬, ২০৭ নম্বর বুথে গেলে তৃণমূলের লোকজন তাকে ঘেরাও করে জয় বাংলা ধ্বনি দেয় বলে অভিযোগ। গোলমাল এর আশঙ্কায় সেখান থেকেও চলে যায় বিনয়।

বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'এদিন দিনভর তৃণমূলের পক্ষ থেকে অবাধে ভোট লুট করা হয়েছে, ছাপ্পা ভোট দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঁচটি বুথে পুনরায় ভোটগ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। বিজেপি নেতারা জানিয়েছেন, ১৮৬, ১২৭, ১৮৮, ৮১ এবং ৮২ নম্বর বুথে পুনরায় ভোটের দাবি তোলা হয়েছে।

এদিন সকালে তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্না ঠাকুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি ও তাঁর মা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুরকে নিয়ে বুথে বুথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন একই গাড়িতে। অভিযোগ, গাড়িটি ছিল মমতা ঠাকুরের, গভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লেখা গাড়ি। দেবদাস বাবু বলেন, মধুপর্ণা ঠাকুর প্রার্থী। তিনি বুথে বুথে ঘুরতেই পারেন। কিন্তু তার মা রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে বুথে বুথে ঘুরতে পারেনা। এ বিষয়ে মমতা ঠাকুর জানান, মধুপর্ণা ঠাকুরের কোন গাড়ি নেই।

তৃতীয় পাতায়...

এলাকার মধ্যে মদের দোকান খোলায় দোকানে তালা দিয়ে বিক্ষোভ গ্রামের মহিলাদের, মারধর

প্রতিনিধি ঃ এলাকার মধ্যে মদের দোকান খোলা যাবে না এই দাবিতে দোকানের গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। বাসিন্দাদের বিরোধিতা করায় মালিক পক্ষের দু'জনকে মারধর করে মহিলারা। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতাপনগর এলাকায়। ঘটনাস্থলে বনগাঁ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, বনগাঁ পৌরসভার বাসিন্দা সঞ্জীব কর্মকার মাসখানেক আগে এই এলাকায় সরকার অনুমোদিত মদের দোকান খোলে।

চতুর্থ পাতায়...

প্রাচীন গাছের ধারাবাহিক অপমৃত্যু, তদন্তের দাবি

জয় চক্রবর্তী, বনগাঁ : রাজ্য সড়কের দুই ধারে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রাচীন গাছ। গাছগুলিতে একটিও পাতা নেই। গাছের ছাল শুকিয়ে শুকিয়ে পড়ে যাচ্ছে। প্রখর রোদে কঙ্কালসার গাছগুলোর পাশে দাঁড়াতে দেখেই এগিয়ে এলো স্থানীয় কয়েকজন। তারা জানালেন, এভাবেই বনগাঁর বাজিতলা এলাকায় একের পর এক রাস্তার

পাশের গাছগুলির অপমৃত্যু ঘটছে। কিভাবে মৃত্যু ঘটছে, কেউ মেরে ফেলছে কিনা তা তারা জানেন না কেউ।

বনগাঁ থানার বনগাঁ বাগদা সড়কের ঘাটবাওড় বাজিতলা এলাকায় কয়েক মাসের মধ্যে রাস্তার দুপাশের একের পর এক প্রাচীন গাছের অপমৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আর এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন বৃক্ষ-প্রেমীরা।

অভিযোগ, অসাধু ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থে এই গাছগুলিকে বিভিন্ন ভাবে হত্যা করে চলেছে। প্রশাসনের কোন নজরদারি নেই। কেউ বা কারা তাদের স্বার্থে একের পর এক গাছকে মেরে ফেলছে।

বাসিন্দাদের বক্তব্য, সব দলের নেতারা দলে দলে আসেন ভোট চাইতে। কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে গাছ কেটে ফেলার ফলে। তা নিয়ে কেউ কিছু বলেন না।

স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, আমরা ওই এলাকায় কিছুদিন অন্তর দেখছি একটি করে গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে। কয়েক মাসের মধ্যে ১২ থেকে ১৪ টি প্রাচীন গাছ চোখের সামনে মরতে দেখলাম। আর কত মরতে দেখব জানিনা। যাতায়াতের পথে গাছেরই নিচে দাঁড়াতাম। এখন আর ওই এলাকায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিতে পারছি না।

বাসিন্দাদের প্রশ্ন, সারা পৃথিবী জুড়ে গাছ লাগানোর, গাছ বাঁচানোর প্রচার অভিযান চলছে। গাছ কমে যাওয়ায় গরমের তীব্রতা আরো বেড়েছে। তার মধ্যেই একের পর এক গাছের অপমৃত্য নিয়ে কারোর কোন মাথাব্যথা নেই কেন? প্রশাসন সচেতন না হলে আরও গাছের এভাবে মৃত্যু হবে। অভিযোগ, কিছু জমির মালিক ব্যবসায়ী নিজেদের স্বার্থে গাছগুলিকে শেষ করছে।

একের পর এক গাছের অপমৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ বৃক্ষপ্রেমী সহ সচেতন নাগরিকেরা। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী মঞ্চের সম্পাদক প্রদীপ সরকার বলেন, গাছগুলিকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে। এতে পরিবেশ শেষ হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ যদি না বাঁচে তাহলে রাজনীতি ভোট এসবের কী দরকার! বৃক্ষপ্রেমী দিব্যেন্দু ঘোষ বলেন, গাছ কেটে ফেলার জন্য গরমে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। আজ থেকে এক মাস আগে যে গাছগুলোকে জীবিত

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
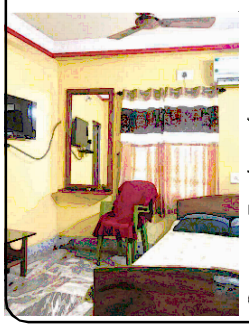
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ১৭ ❐ ১১ জুলাই, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

ফুটপাতের কড়চা

ফুটপাত। একটা শব্দ। এই শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের মরণ-বাঁচন, রুটি-রুজি, জীবন-জীবিকা। বর্তমান সময়ে এই শব্দটি নিয়ে উত্তাল বঙ্গীয় রাজনীতি। পায়ে হাঁটা মানুষদের নিরাপদে যাতায়াতের জন্য তৈরী হয়েছিল ফুটপাত। মরণ-বাঁচনের সমস্যাকে উপেক্ষা করে জীবন-জীবিকার তাগিদে সেই ফুটপাত আজ হকারদের (স্থায়ী- অস্থায়ী) দখলে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মহানগর থেকে শুরু করে মফস্বল শহরের ফুটপাত খালি করতে সদা তৎপর পুলিশ প্রশাসন থেকে পৌরসভা। হঠাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী ফুটপাত খালি করতে এত তৎপর কেন? মানুষের রুটি-রুজিতে কোপ মারা তো মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য নয়। তাহলে কী? ফুটপাত খালি করার বিষয়ে সুলুক সন্ধানে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে অন্য কথা। তোলাবাজী! ফুটপাতে বসার জন্য বা সেখানে টিনের ছাউনি দেওয়ার জন্য হকারদের দিতে হয়েছে আলাদা আলাদা রেট। তার উপর রোজকার তোলা তো দিতেই হয়। স্থানীয় নেতাদের রোজকার তোলা, প্রতিদিন হিসাবে ইলেকট্রিক বিল, ফুটপাতের কথিত মালিকদের মাসিক ভাড়া দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত টাকাতে চলে হকারদের দিন গুজরান। এভাবেই লক্ষ লক্ষ মানুষের রুটি রুজির সংস্থান হয়। খাবার তুলে দিতে পারে নিজের পরিবারের মুখে। উৎসবে আনন্দে হাসি ফোটে ছেলে মেয়ের মুখে। সেই দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ কী এবার অভুক্ত থাকবে? এটাই কী মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর মূল উদ্দেশ্য, না কী অন্য কিছু? লোকসভা ভোটের সময়ে বিক্ষুব্ধ জনতা সরকারের দলের লোকের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ এনেছিল। তৃণমূল সুপ্রিমোর উদ্দেশ্য কী স্থানীয় স্তরের নেতাদের তোলাবাজি বন্ধ করে সামনের পৌরসভা নির্বাচনের পথ মসৃণ করা, না কী ফুটপাতের হকারদের উপর স্থানীয় পৌরকর বসিয়ে 'শূণ্য' রাজকোষে কিছু রসদ জোগানো, না কী ফুটপাত খালি করে হকার উচ্ছেদের নামে কিছু মানুষকে অভুক্ত রাখা! বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মানবিক। মূল উদ্দেশ্য কী, সবই জানে ভবিতব্য।

পান্থজনের পথলিপি

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র।এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে,হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল। এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার! এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে,ছুঁতে হবে,ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা,পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা, হয়তো বা কল্পকথা।]

সমাজমাধ্যমে গুজব এবং গণপিটুনি

বিশেষ একটি কাজে কলকাতায় যাওয়ার ছিল পান্থর। ইদানিং কলকাতায় বেশি যাওয়া আসা হয় না তাই সকালের অফিস টাইমের ট্রেনগুলো অত্যাধিক ভিড়ের কারণে এড়িয়ে চলে। একটু বেলার দিকে শিয়ালদা ট্রেনে চেপে বসল। মোটামুটি ফাঁকা ট্রেন। জানলার ধারে সিট পেয়ে গেল। কম্পার্টমেন্টে যারা বসে আছে তারা বেশিরভাগই যে যার মোবাইল ঘাঁটতে ব্যস্ত। অফিস টাইম হলে হয়তো যাত্রীদের মধ্যে কথাবার্তা, চিৎকার, তাস খেলা ইত্যাদি চলত। সেটা এখন নেই। সেও অভ্যাস মত মোবাইল অন করে ফেসবুক খুলল। প্রথম পোস্টটাই পরিচিত একজন শিক্ষিকার। তিনি লিখেছেন— সবাই খুব সাবধান। চারদিকে ছেলেধরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাচ্চাদের কেউ একা ছাড়বেন না। গতকালই মেদিনীপুরে আমার দিদির বাড়ির পাশে একটা বাচ্চা চুরি হয়েছে। আমাদের এদিকেও রোজ কিছু না কিছু ঘটনা শোনা যাচ্ছে অথচ প্রশাসন নির্বিকার। সবাই বাচ্চাদের সামলে রাখুন এবং অচেনা লোক দেখলেই সতর্ক হোন।

খুবই বিরক্তিকর পোস্ট। পান্থ চুপচাপ ভাবতে থাকল, একজন শিক্ষিকা এই ধরনের পোস্ট কীভাবে করেন! শুধুমাত্র শোনা কথার ভিত্তিতে এইভাবে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার এলাকায় কিছুদিন আগে একটি বাচ্চাকে সন্ধ্যা থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সন্ধ্যা থেকে হইচই। ফেসবুক পোস্ট। ছেলেধরা সন্দেহ থানায় অভিযোগ জানানো হল। তারপর রাতের দিকে খবর পাওয়া গেল যে, ছেলেটির মায়ের উপর রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রেনে উঠে বসে ছিল। রানাঘাট স্টেশনে তাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে জিআরপির সন্দেহ হয় এবং ছেলেটিকে তারা নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে।

ইদানিং এই ছেলেধরা গুজব খুব ছড়াচ্ছে। বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়ায়। এখনই সে অন্তত তিনটে পোস্ট দেখল। ইতিমধ্যে শিক্ষিকার পোস্টটা চারজন শেয়ারও করেছে। গুজব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে সেখানে মানুষ অচেনা লোক দেখলেই সন্দেহবশত ধরে পিটুনি দিচ্ছে। বাধ্য হয়ে প্রশাসনকে বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে গুজব ছড়াতে বারণ করা হচ্ছে। কোনও অভিযোগ থাকলে সরাসরি থানায় জানানোর জন্য বলা হচ্ছে এবং গুজব ছড়ালে তা আইনত দণ্ডনীয় এটাও বলা হচ্ছে।

বিরক্ত হয়ে ফেসবুক বন্ধ করে সে খবরের কাগজ খুলল। সেখানেও ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির খবর। আরও একটি খবরে চোখ আটকে গেল। ফেসবুকে ছেলেধরার গুজব ছড়ানোর দায়ে মালদহে পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। খবরটা পড়ে পান্থ খুশি হল। পুলিশের এই সক্রিয়তা তার ভালো লাগল। বর্তমান সময়ে পুলিশকে নিয়ে জনমানসে এক অদ্ভুত সংশয় তৈরি হয়েছে। সংবাদ মাধ্যম থেকে প্রায়ই জানা যায় যে, পুলিশ নিরপেক্ষতা বজায় রাখছে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কখনও শাসকদলের স্বপক্ষে অথবা কখনও উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিরোধীদলগুলির বিপক্ষে ব্যবস্থা নিচ্ছে। কোথাও অপরাধীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, কোথাও রাজনৈতিক চাপে অতি সক্রিয়তা, কোথাও আবার অতি নিষ্ক্রিয়তা। যদি তার জন্য সুপারিশ করার কেউ না থেকে থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষের পক্ষে এখন পুলিশের সাহায্য পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। নিরপেক্ষতা বজায় না রাখার জন্য মাঝেমধ্যেই পুলিশকে আদালতে তিরস্কৃত পর্যন্ত হতে হচ্ছে। যাই হোক, পুলিশ যদি সমাজ কল্যাণে আইন রক্ষায় সদর্থক ভূমিকা পালন করে তখন তাকে প্রশংসা করতেই হয়।

পান্থ ভাবছিল এই গুজব রটানো, গণপিটুনি এগুলো কেন হয়? হয়তো সমাজবিজ্ঞানীরা ভালোমতো বিশ্লেষণ করতে পারবেন অথবা যারা মনস্তাত্ত্বিক তারাও বলতে পারবেন। একটা গণপিটুনি প্রত্যক্ষ করার পর থেকে এ বিষয়ে পান্থর নিজস্ব একটা ধারণা তৈরি হয়েছে।

ঘটনাটা বেশ কয়েক বছর আগে। পান্থ পোস্ট অফিসে যাচ্ছিল। পোস্ট অফিসে ঢোকার মুখেই দেখল, ভেতরে একটা বড় জটলা এবং 'মার মার','চোর চোর',ইত্যাদি শব্দ। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল, জটলার মধ্যে একটা ১৭-১৮ বছরের রোগা মতো ছেলে, পরনের পোশাকে খুব একটা চাকচিক্য নেই। লোকে তাকে বেধড়ক মারছে, কারণ সে নাকি কার সাইকেল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ছেলেটি বারবার বলার চেষ্টা করছে যে, "আমার স্কুল থেকে পাওয়া সাইকেলের পাশে আরও একটি সাইকেল ছিল। দুটো সাইকেল একই রকম দেখতে, আমি ভুল করে অন্য সাইকেলটা খোলার চেষ্টা করছিলাম, আমি বুঝতে পারিনি।"

সে হাত উঁচু করে দেখাতে চাচ্ছে যে পাশের সাইকেলটি তার নিজের। কিন্তু কে কার কথা শোনে! ছেলেটির কথা অনুযায়ী সে ভুল করে সাইকেলটি খুলতে যাচ্ছিল অথচ অন্য চাবি বলে সাইকেলটি খুলছিল না। সেই সময় ওই সাইকেলটির মালিক এসে তার হাত ধরে ফেলে এবং 'সাইকেল চোর' বলে চিৎকার করা শুরু করে। চিৎকার করা মাত্র আশেপাশের লোকজন জড়ো হয়ে যায় এবং কোন কিছু না শুনেই তাকে মারতে থাকে। তার চোখের কোণে কালশিটের দাগ। ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। পান্থ ভিড় ঠেলে ছেলেটিকে আড়াল করে দাঁড়াল।

তারপর বলল, "দেখি তোর হাতের সাইকেলের চাবিটা দে তো"। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে চাবিটা দিয়ে দিল। পান্থ জিজ্ঞেস করল, "তোর সাইকেল কোনটা?"

ছেলেটা পাশের সাইকেলটি দেখিয়ে দিল। পান্থ ছেলেটার দেওয়া চাবি দিয়ে পাশের সাইকেলটি খুলে ফেলল।

এবার পুরো জনতা হতভম্ব! ভিড় আস্তে আস্তে হালকা হতে শুরু করল।

চলবে...

আকাঙ্খার ত্রি কবি তর্পন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল আকাঙ্খার উদ্যোগে পালিত হয় ত্রি কবি তর্পন অনুষ্ঠান। গত ৪ জুলাই সংস্থার উপাসনা নাট্যগৃহে মঙ্গলদীপ প্রজ্জোলন করে আয়োজিত কবি ত্রয়ের তর্পন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব সুভাষ চক্রবর্তী, প্রতাপ সেন ও নারায়ন বিশ্বাস। প্রয়াণ দিবসে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করে সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী নমিতা বিশ্বাস।

বাংলার নাট্যাঙ্গনে রবীন্দ্র, নজরুল ও সুকান্ত শীর্ষক আলোচনা সভায় মূল্যবান বক্তব্য রাখেন নাট্য পরিচালক প্রতাপ সেন, সুভাষ চক্রবর্তী, নারায়ন বিশ্বাস, ছিলেন তাপস দাস ও শৌনক মুখার্জী। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু শিল্পী অরন্য সরকারের কণ্ঠের আবৃত্তি, প্রিয়া দাস ও অহনা দেবনাথের নৃত্যানুষ্ঠান এবং সোনালী দাসের গাওয়া গান এবং বাবুপাড়া আত্মজ এর শ্রুতি নাটক রোগীর বন্ধু এদিনের সান্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানকে বেশ মনোগ্রাহী করে তোলে।

বামুন মানুষদের কথা ও আমাদের দায়

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর

এবার আর এক ধরনের বামনের কথা বলি। এরা কিন্তু আগের বামনের মতো স্বাভাবিক বুদ্ধি, যৌনতা বা অন্যান্য বিষয়ে বেশ পিছিয়ে। এরা এককথায় জড়বুদ্ধি সম্পন্ন। এরা কারা আর কেনই বা হয়? থাইরয়েড হরমোনের অভাবে শিশু বয়সেই এই অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। এই ধরনের বামনকে বলে ক্রেটিনিজম (Cretinism), আর রোগাক্রান্ত শিশুকে বলে ক্রেটিন। ক্রেটিনদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। হাড় ও দাঁতের গঠনের ত্রুটি দেখা যায়। দেহের চামড়া খসখসে ও ভার যুক্ত হয়। শিশুদের বিকাশের প্রতিটি ধাপ যেমন, বসতে, দাঁড়াতে, হাঁটতে, কথা বলতে শেখা সবকিছুতেই দেরি হতে থাকে। শিশুর মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ফলে শিশু জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। দেখতে হাবাগোবা হয়। গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে না। মৌল বিপাকের হার কমে যায়। ক্রেটিনরা স্বাভাবিক নয়। .তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা চিন্তা ভাবনা মস্তিষ্কে আসেও না। কিন্তু যারা বামন, তাদের বি এম আর বা বেসাল মেটাবলিক রেট স্বাভাবিক। সব কিছুর বিকাশ সময়ে হয়। ভাবভঙ্গি স্বাভাবিক ও বয়স্কচিত হয়। সেজন্য এদের আশা, আকাঙ্খা, জীবন, কল্পনা, ভালো-মন্দ সব জায়গায় থাকে।

এই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষগুলো কি শুধু সার্কাসের জোকার হয়েই জীবন কাটাবে? সার্কাস শিল্প আজ সংকটে। সুতরাং এই মানুষগুলি আজ বেশিরভাগই বেকার। নিদারুণ অর্থ কষ্টে দিন গুজরান। সমাজ এদের জন্য একবারও ভাবেনি। মানুষের তাচ্ছিল্য আর ব্যঙ্গ বিদ্রুপের সঙ্গে এদের জীবন আস্টে-পিষ্টে বাঁধা। সেই বাধা পেরিয়ে মূল স্রোতের নাটক পাগল মানুষ পবিত্র রাভা বামনদের পাশে দাঁড়ায়। তিনি দেড় মাসের কর্মশালা করেন। তেইশ জন বামনকে নিয়ে। তাদের নাটকের নাম 'কিলো কঁও'। এই নাটকটি গুয়াহাটির কোকরাঝাড়, ডিব্রুগড়, দিল্লিতে মঞ্চস্থ হয়। সুনামের সঙ্গে নাটকটি চলে। পবিত্র রাভার মতো মানুষেরা যদি আরও বেশি করে এই মানুষদের পাশে এসে দাঁড়ান, তাহলে ওদের জীবন হয়ে উঠবে কর্মময়। ওরা প্রান্তিকতায় ভুগবে না। ওদের ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ জুটবে। এই মানুষগুলি তো প্রকৃতির খেয়ালের শিকার। জেনেটিকাল ম্যাল প্রোগ্রামিং-ই এদের এমন করে তুলেছে। ওদের মূল স্রোতের মানুষদের সিমপ্যাথী, নয় এমপ্যামী থাকাই তো স্বাভাবিক। কারন যেকোনো মানুষের জীবনেই এরকম ম্যাল জেনেটিক্যাল প্রোগামিং এর শিকার হতে পারত। সুতরাং' হাসি নয় উপেক্ষা নয়, এই মানুষগুলোর পাশে এসে দাঁড়াতে হবে, তাদের মূল স্রোতের পাশাপাশি রাখতে হবে।

... সমাপ্ত

আগামী সপ্তাহে—
যমজ মানুষের সমাজতাত্ত্বিক অন্বেষন

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

বাংলাদেশে অনুষ্ঠান করে এল মছলন্দপুরের ইমন মাইম

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ৪ ও ৫ জুলাই ওপার বাংলার কুমিল্লা গার্ডেন থিয়েটারের আমন্ত্রনে অনুষ্ঠান করে এল মছলন্দপুরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা ইমন মাইম সেন্টার। কুমিল্লা শহরের গার্ডেন থিয়েটার হলে ইমন মাইম এর শিল্পীরা শিক্ষামূলক মূকাভিনয় একটি গাছ একটি প্রান, পকেটমার ও দেখা এবং গোবরডাঙা নাবিক নাট্যম এর পরিচালক জীবন অধিকারীর নির্দেশনায় পরিবেশন করেন মঞ্চ সফল নাটক যুযুধান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি যোদ্ধা বশিরুল হক আনোয়ার এবং গার্ডেন থিয়েটারের কর্নধার আতিকুর রহমান সুজন।

দ্বিতীয় দিন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক যুগ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত নাট্য উৎসবে পরিবেশিত হয় ইমন মাইম সেন্টারের কর্নধার ধীরাজ হাওলাদারের নির্দেশনায় মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান। দু'দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শক সাধারন ইমন মাইন এর শিল্পীগণ পরিবেশিত মুকাভিনয় এবং নাট্যানুষ্ঠানের উচ্চসিত প্রশংসা করেন।

বিজেপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

আমাদের একটাই গাড়ি। নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিয়েই আমার গাড়িতে আমার মেয়ে এদিন বুথে বুথে গিয়েছিল। আমি বুথের মধ্যে ঢুকিনি। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই গভারমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লেখা বোর্ডটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। দুপুর বারোটা নাগাদ মধুপর্ণা তার মায়ের গাড়ি ছেড়ে অন্য একটি গাড়িতে বুথে বুথে ঘোরেন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে অবশ্য অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'কোথাও কোন ছাপ্পা, সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেনি। মানুষ উৎসবের পরিবেশে ভোট দিয়েছে। বিজেপি নিশ্চিত হারছে, তাই এখন মিথ্যা কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী গৌর বিশ্বাস জানিয়েছেন, ভোট শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছে। তবে কিছু কিছু বুথে তৃণমূল ছাপ্পা দিয়েছে। এদিন বনগাঁ শহরে ভোট পরিচালনা করবার জন্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছিল। সেখানে জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। তাঁরা ওই কন্ট্রোল রুমে বসে ফোনের মাধ্যমে বাগদার ভোট পরিচালনা করেন। বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, বাগদা বিধানসভায় ৩৩১টি বুথ। কোন বুথের থেকেই গোলমাল এর খবর আসেনি।

এদিন বাগদা বিধানসভা এলাকায় ঘুরে দেখা গেল, তৃণমূল নেতাকর্মীদের সক্রিয়তা অনেক বেশি। ভ্যানে, টোটো, অটোয় করে দলীয় পতাকা লাগিয়ে বাড়ি থেকে মানুষদের নিয়ে এসে ভোট কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়েছেন তৃণমূলের কর্মীরা। বিজেপির সেই তাগিদ লক্ষ্য করা যায়নি। এছাড়া বিভিন্ন বুথের বাইরে যে ক্যাম্প গুলো হয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে, তৃণমূলের ক্যাম্প গুলিতে মানুষের ভিড় উপচে পড়েছে। বিজেপির ক্যাম্পগুলি সেই অর্থে ফাঁকাই ছিল। এদিন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বাগদা উপনির্বাচনে ভোট পড়েছে প্রায় ৬৯ শতাংশ।

প্রাচীন গাছের অপমৃত্যু

প্রথম পাতার পর

দেখেছি, এখন সেই গাছগুলো মৃত। গাছগুলির কিভাবে মৃত্যু হল তার তদন্তের দাবি করছি।

এ বিষয়ে ঘাটবাওড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আনিসুর জামাল মন্ডল বলেন, আমরা দেখেছি আমাদের পঞ্চায়েত ও পাশের পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে বনগাঁ বাগদা সড়কে বেশ কিছু গাছের মৃত্যু হয়েছে। আমরা প্রচুর গাছ লাগাচ্ছি।

পাশাপাশি বনদপ্তরকে মৌখিকভাবে জানিয়েছি বিষয়টি। গাছের খুব প্রয়োজন। কেউ মেরে ফেলছে কিনা তা তদন্ত করে দেখার আবেদন জানাবো।

প্রসঙ্গত, আদালতের নির্দেশে যশোর রোডের প্রাচীন গাছগুলি কাটা বন্ধ রয়েছে। তার মধ্যেই বনগাঁ বাগদা সড়কের ঘাটবাওর বাজিতলা এলাকায় প্রাচীন গাছগুলির ধারাবাহিক মৃত্যুর ঘটনায় প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ।

সুস্থ্য থাকুন, ভালো থাকুন

ডাঃ পীযুষ কান্তি ধর

আমাদের জলবায়ু মৃত্যুর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। তাই একটা ঋতুতে এক এক রকম আবহাওয়ার আগমন হয়। যখন এই আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় তখন আমাদের শরীরে কিছু পরিবর্তন দেখি। উদাহরণ দিলে জানা যাবে, যেমন প্রচণ্ড গরমে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, শরীর তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এর ফলে হয় হিট স্ট্রোক। শরীরে তাপমাত্রা ১০৪°F বা তার চাইতে বেশি হয়। হিট স্ট্রোকে ঘাম বন্ধ হয়, মাথা ঝিমঝিম করে, পিপাসা, দুর্বল লাগে, শ্বাস- প্রশ্বাস দ্রুত হয়। প্রস্রাবের পরিমান অনেক কমে যায়। অনেক সময় অজ্ঞান হয়ে যায়। এই অবস্থায় রোগীকে ছায়াযুক্ত স্থানে নিতে হবে। স্নান করালে ভালো হয়, জল দিয়ে গা হাত পা মুছে দিতে হবে। মাথায়, বগলে আইসব্যাগ দিতে হবে। ফ্যানের নিচে বা এ সি ঘরে রাখলে ভালো হয়।

এরপর ডি-হাইড্রেশান হয়ে শরীর থেকে প্রায় ৫ থেকে ২০ কেজি জল ঘামের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। এর ফলে শরীরে জলের পরিমান কমে। ফলে শরীরের ভেতরে জলের সাথে টক্সিন বের হতে পারে না। শরীর বিষপূর্ণ হয়ে যায়। এর ফলে রক্তের গতি কমে, রক্ত চলাচল করতে পারে না।

এরপর হয় কিছু চর্মরোগ। যেমন দাদ, চুলকানি, একজিমা, সোরাইসিস, পাচড়া।

একটা প্রচলিত কথা আছে— প্রিভেনশন ইস বেটার দেন কিওর। অর্থাৎ কোনো কিছু হবার আশঙ্কা বুঝতে পারলে তার আগেই যদি তাকে নিরাময় করার কিছু নিয়ম আমরা মেনে চলি তবে কিছুটা রিলিফ পাবো। অর্থাৎ গ্রীষ্মের থেকে যে সমস্ত ডিজিজ আসার আশঙ্কা আছে। যদি আগে থেকেই তাকে নিরাময় করার জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলি তবে কিছুটা সুস্থ থাকব।

এই গরমে অনেকে ঠাণ্ডা পানীয় খাবার প্রতি উৎসুক থাকে। যেমন কোকাকোলা। এতে কী কী ক্ষতি হয় জানুন।

শরীর মোটা হয়ে যায়। দাঁতের ক্ষতি হয় কারণ এতে সোডা থাকে। হাড় ক্ষয় হয়। আর মারাত্মক ক্ষতি হয়— ইসোফেগাস কাপ্পার হয়। High Blood Presure হয়।

অনেকে ভাবছেন এই গরমে ঠাণ্ডা পানীয় খাবো, কিন্তু ডাক্তারবাবু নিষেধ করেছেন।

আপনার ভাল সুস্থ সুন্দর জীবন কামনা করে কী পানীয় আছে দেখুন— আখের রস, আমের রস, একটু বরফ দিয়ে খাবেন। লিভার, মস্তিস্ক, ভালো থাকবে, প্রচুর এনার্জি পাবেন।

ডাবের জল— ডাবের জলের গুনাগুন সবাই জানে, রোগীর মূল্যবান খাবার। যাদের পায়ের মার্সেলে পেইন হয়, যেটা সোডিয়াম ও পটাশিয়াম কম থাকলে হয়, সেটা পূরণ করে। এছাড়া স্টমাক ও আসলার ভালো করে।

আর একটা লোভনীয় পানীয় লস্যি। নিজেরা বাড়িতে টক দই ও চিনি দিয়ে তৈরী করতে পারেন। কালো আঙ্গুরের রসে এই গরমে খুব এনার্জি আসে।

তাহলে আমার প্রিয় বন্ধুরা এই গরমে এই পানীয় আপনারা প্রতিদিন আপনাদের খাদ্য তালিকায় রাখবেন।

যদি কারও কোন জিজ্ঞাসা থাকে, আমার সাথে আলোচনা করতে পারেন।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

সবিতা অ্যাড এজেন্সি

বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...

M. 9474743020

GRAPHICS MART
LAPTRONICS-5
এখানে খুবই কম খরচে
Laptop এবং Desktop
Repairing করা হয়।
* সকল প্রকার Repairing এর উপর থাকবে One Month (একমাসের) গ্যারান্টি।
Mob. : 9836414449

B.B. SERVICE
BATTERY SOLUTIONS & REJUVENATION
Tetultala, Station Road, Rail Bazar, Bongaon, N 24 Pgs.
বনগাঁর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যাটারি রি-জেনারেশন সেন্টার খোলা হয়েছে। এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে টোটো ব্যাটারি, ইনভার্টার ব্যাটারি, সোলার ব্যাটারি, কমার্শিয়াল ব্যাটারি, টাওয়ার ব্যাটারি এবং সমস্ত রকমের লিড অ্যাসিড যুক্ত পুরোনো ব্যাটারিকে খুবই স্বল্প মূল্যে ওয়ারেন্টি সহ নতুন জীবন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া নতুন ব্যাটারি সঠিক মূল্যে পাওয়া যায়।
এই অত্যাধুনিক মেশিন নিয়ে ব্যবসা আরম্ব করতে চাইলে যোগাযোগ করুন।
Mob. : 9733794879, 7908598264, 9332299000
ব্যাটারি টেস্টিং ফ্রি এবং ব্যাটারি লাইফ প্রসারণে 50% ছাড়

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626 মোনালিসা ফার্ণিচার

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন– Mob. : 9733087626 টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

অভিষেক বাণী নিকেতনের বার্ষিক উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়ার অন্যতম শিশু শিক্ষালয় অভিষেক বাণী নিকেতন এর ৩১তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল গত ১০ জুলাই। এদিন অপরাহ্নে বিদ্যালয় অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তি সহ বিদ্যালয়ের প্রয়াত হিতৈষীগণের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত বার্ষিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষাদরদি বর্ষিয়ান গৌরকৃষ্ণ মল্লিক, অরুন দাস, তরুন মণ্ডল প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রান পুরুষ অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী সুধীর গায়েন উপস্থিত অভিভাবক সহ সকল বিশিষ্টজনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সুকুমার মতি ছোট ছোট পড়ুয়াদের প্রতিভার সঠিক বিকাশ সাধনের লক্ষে এই ধরনের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন।

বিদ্যালয়ের সুসজ্জিত শৈলেন্দ্র সারথি মঞ্চে শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীরা সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। কচি কাঁচা পড়ুয়াদের সমবেত কবিতা আবৃত্তি ও নৃত্যের অনুষ্ঠান বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। সবশেষে মঞ্চস্থ হয় ছাত্র ছাত্রীগণ অভিনীত মজার নাটক ভূষন্ডির মাঠে। প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় আধিকারিক স্বপন কুমার ভট্টাচার্য, সাংস্কৃতিক উপসমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত অমলা গায়েন সহ সকল শিক্ষক শিক্ষিকাগণের আয়োজনে এবং বিশিষ্ট শিক্ষক সাধন ঘোষ ও সংস্কৃতি প্রেমী শিক্ষিকা প্রতিমা দাসের পরিচালনায় শিক্ষালয়ের ৩১তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

রথযাত্রা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সাদর সম্ভাষন গ্রহণ করুন

২২শে আষাঢ় ১৪৩১সন (ইং- ০৭ই জুলাই ২০২৪) রবিবার

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১০ হাজার টাকার সোনার অলংকার কেনাকাটার উপর থাকছে আকর্ষণীয় উপহার

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

রথযাত্রায় সেকাটিতে খাদ্য ও বস্ত্র দান আশালতা কোচিং সেন্টারের

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৭ জুলাই রথযাত্রার পুর্ণ্যদিনে গাইঘাটার সেকাটি গ্রামে স্থানীয় আশালতা কোচিং সেন্টারের উদ্যোগে এলেকার দুস্থ ও অসহায় মানুষজনের

মধ্যে নানান খাদ্য সামগ্রী ও পোষাক বিতরন করা হয়। কোচিং সেন্টারের পরিচালক বিশিষ্ট সমাজকর্মী বিধান ভৌমিক জানালেন, এদিন প্রায় হাজার দুয়েক দুস্থ ও অসহায় মানুষজনের হাতে নতুন পোষাক ও খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। পিতা কমল কৃষ্ণ ভৌমিক ও মাতৃদেবী আশালতা ভৌমিকের পুণ্য স্মৃতিতে অসহায় প্রতিবন্ধী মানুষজনকেও এদিন পংক্তি ভোজনে আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। সকলের মধ্য নতুন পোষাক ছাড়াও ৫ কেজি করে চাল,১ কেজি মুশুরির ডাল,১ কেজি সরিষার তেল, এছাড়া সোয়াবিনের প্যাকেট ও সাবান প্রদান করা হয়েছে। পোষাকের মধ্যে মহিলাদের শাড়ি, চুড়িদার, নাইটি এবং পুরুষদের গেঞ্জি, ধূতি ও লুঙ্গি ইত্যাদি বিতরন করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের জন্য গাড়িরও ব্যবস্থা ছিল। এদিনের খাদ্য ও বস্ত্রদান অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিরুপম রায়, সমাজকর্মী আশিস বিশ্বাস, ভবেশ দত্ত ও গৌতম বিশ্বাস প্রমুখ। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা দেবী যে সব প্রতিবন্ধী ভাই বোন অদ্যাবধি প্রতিবন্ধী ভাতা পাননি, তাঁরা যেন সত্বর বিডিও দফ্তরে যোগাযোগ করার আহ্বান জানান, এলেকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন আশালতা কোচিং সেন্টার ও তার কর্নধার বিধান বাবুর এই মহতী কর্মসূচীকে স্বাগত জানান।

মদের দোকান খোলায় দোকানে তালা দিয়ে বিক্ষোভ গ্রামের মহিলাদের

প্রথমপাতার পর...

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এর ফলে এলাকায় বাড়ছে মদ খাওয়ার প্রবণতা, এমনকি সন্ধ্যে নামতেই এলাকায় বহিরাগতদের আনাগোনা বাড়ছে, সমস্যায় পড়ছেন গ্রামের মহিলা থেকে পথ চলতি মানুষেরা। এরই প্রতিবাদে এদিন মদের দোকানের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামের কয়েকশো মহিলা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বনগাঁ থানার পুলিশ এবং আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। তাদেরকে ঘিরে ধরে গ্রামের মানুষেরা দোকান বন্ধের দাবি জানায়। এরপরে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা পুলিশের সামনেই দোকানে তালা মেরে দেয়। এক ব্যক্তি বিক্ষোভকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করলে উত্তেজিত জনতা তাদের উপর চড়াও হয়। পুলিশের সামনে বেধড়ক মারধর করা হয় দুই ব্যক্তিকে। শেষমেষ পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ ওঠে। মদের দোকান বন্ধ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে, হুশিয়ারি গ্রামবাসীদের। এ বিষয়ে মদের দোকানের মালিক সঞ্জীব কর্মকার বলেন, আমি সরকারি সব নিয়ম মেনে কাজ করেছি। এখন আইনের দ্বারস্থ হবো। প্রশাসন যে সিদ্ধান্ত নেবে সেই সিদ্ধান্তই মেনে নেব। এ বিষয়ে আফগগারি দপ্তরের ওসি বনগাঁ, সৌমেন সাধু বলেন, লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান। গ্রামবাসীদের বক্তব্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এখানে ডিজিট্যাল সিগ্নেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন

আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স

কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**